**দ্বিতীয় অধ্যায়**

**বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা Primary Treatment for Electric Shock**

**২.১ প্রাথমিক চিকিৎসা**

বৈদ্যুতিক কাজ করতে গেলে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তিকে ডাক্তারের নিকট পৌঁছানোর পূর্ব পর্যমত্মত্ম তাৎক্ষণিকভাবে যে চিকিৎসা দে’য়া হয়, তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে। অনেক সময় আহত ব্যক্তির সুন্থ হওয়ার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসাই যথেষ্ট। বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা খুব গুরম্নত্বপূর্ণ। মারাত্মক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা না হলে বা সঠিক না হলে পরবর্তী ধাপের চিকিৎসার সময় থাকবে না; অর্থাৎ আহত ব্যক্তির জীবনের আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নেয়া বা ডাক্তার ডাকা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তিকে প্রাথমিকভাবে যে চিকিৎসা দে’য়া হয়, তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা ডাক্তারের কাজকে ত্বরান্বিত ও সহজ করে।

**প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা**

যে সমসত্মত্ম কারণে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম সেগুলো হলো-

১. বৈদ্যুতিক শক বা অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সাথে সাথে কৃত্রিম উপায়ে তার শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন। প্রাথমিক অবস্থায় ডাক্তারের ভূমিকা গুরম্নত্বপূর্ণ নয়। কোন প্রাথমিক চিকিৎসা না করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করলে আহত ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে।

২. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় উপর থেকে পড়ে বা অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তির হাত পা ভাঙ্গলে বা আঘাত পেলে কিংবা গিট সরে গেলে সাথে সাথে তার হাড়গুলো বা গিট যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে এবং হাসপাতালে নিতে হবে।

৩. বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনায় কোন ব্যক্তির হাত পা কেটে গেলে আগে রক্ত বন্ধ করতে ব্যান্ডেজ করতে হবে এবং ডাক্তার ডাকতে হবে।

৪. বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনায় কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে প্রাথমিক চিকিৎসাই যথেষ্ট।

৫. বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনায় কেউ পানিতে পড়লে তার পেট হতে পানি বের করে আনা ও জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাথমিক চিাকৎসার বিকল্প নেই।

উপরে উলেস্নখিত সকল ক্ষেত্রেই আহত ব্যক্তিকে সাহস দে’য়া, তার শরীর গরম রাখা ইত্যাদি প্রাথমিক চিকিৎসার অমত্মর্ভুক্ত ।

অতএব, আহত ব্যক্তিকে সুস্থ করে তোলার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার গুরম্নতব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

**২.২ প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত সরঞ্জামাদির তালিকা**

প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য খুব সাধারণ ধরনের কিছু সরঞ্জামাদির প্রয়োজন হয়।যা ফাষ্ট এইড বক্সে রক্ষিত থাকে সেগুলো হলো-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ১. মেডিকেটেড কটন | ২. ব্যান্ডেজ | ৩. স্যাভলন/ ডেটল |
| ৪. বার্ণল বা মলম | ৫. কাঁচি, সুতা, তুলা | ৬. টিংচার আয়োডিন |
| ৭. টিংচার বেনজিন | ৮. লিউকোপস্নাস্টার | ৯. মেডিকেটেড গজ |
| ১০. বেস্নড | ১১. ধারালো চাকু | ১২. ফরসেপ |
| ১৩. হোল্ডারসহ নিড্ল | ১৪. ব্যথা নিরাময়ের কিছু ঔষধ ইত্যাদি। | |

**২.৩ বৈদ্যুতিক শক প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি**

বৈদ্যুতিক শকপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিরাপদে শক মুক্ত করে চিকিৎসা করতে হবে। এ সময় আহত ব্যক্তির হৃদপিন্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। কখনও কখনও শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। এ ধরনের রোগীকে সাধারণতঃ তিন রকম পদ্ধতিতে প্রাথমিক চিকিৎসা দে’য়া হয়, যা চিত্রে দেখানো হয়েছে।

১. আহত ব্যক্তিকে সোজাভাবে চিৎ করে শুইয়ে দিতে হবে। যথাশীঘ্র তৃতীয় কোন ব্যক্তির মাধ্যমে ডাক্তারকে সংবাদ দে’য়া কিংবা আহত ব্যক্তিকে হাসাপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. এখন লক্ষ্য করতে হবে আহত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিক আছে কিনা এবং কোথাও কোন কাটা, পোড়া কিংবা ক্ষত আছে কিনা।

৩. যদি আহত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে কৃত্রিমভাবে তার শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করতে হবে।

৪. আহত ব্যক্তির শরীরের বন্ধন খুলে দিতে হবে, যেমন বেল্ট, টাইট জামা, প্যান্টের বোতাম ইত্যাদি।

৫. আহত ব্যক্তিকে যথাসম্ভব মুক্ত বাতাসে শুইয়ে দিতে হবে।

৬. এ পদ্ধতিতে বিদ্যুতাঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিচের চিত্রের ন্যায় উপুড় করে শুইয়ে তার মাথা একদিকে কাত করে দিতে হবে। মাথায় কোন বালিশ দে’য়া যাবে না। অত:পর আহত ব্যক্তির পাশে হাটু গেড়ে বসে তার দুই দিকের পাজরের নিচের অংশ দু’হাতের তালু দ্বারা চেপে ধরে নিজের ভার ক্রমশঃ তার দেহের উপর প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ ঝুকে পড়ে ক্রমশঃ চাপ দিতে হবে। তারপর আবার চাপ ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসতে হবে। এভাবে মিনিটে ১২ হতে ১৫ বার চাপ প্রয়োগ ও চাপ অপসারণ করতে হবে। যতক্ষণ না তার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়। এছাড়া আক্রামত্ম ব্যক্তির হাত পা ম্যাসেজ করতে হবে, যাতে শরীর গরম থাকে এবং রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়। যা চিত্র ২.১-তে দেখানো হয়েছে।

 

চিত্র ২.১: বিদ্যুতাঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিকে মুখমন্ডল একদিকে ঘুরিয়ে উপুড় করে শোয়ানো অবস্থা।

অতঃপর আহত ব্যক্তির বাহু নীচের দিক থেকে আসেত্মত্ম আসেত্ম উপরের দিকে উঠাতে হবে, আবার নীচের দিকে ছাড়তে হবে এভাবে সেকেন্ডে সর্বোচ্চ ছয় বার করতে হবে। উলেস্নখিত পদ্ধতি কয়েকবার করে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য প্রক্রিয়াটি পর্যায়ক্রমে প্রতি মিনিটে ৮ থেকে ১০ বার চালাতে হবে। যা ২.২ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

তাছাড়া অন্যভাবেও শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ স্বাভাবিক করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক শকপ্রাপ্ত আহত ব্যক্তিকে চিৎ করে শুইয়ে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। একইভাবে আহত ব্যক্তির বাহু দু’টিকে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে এনে পূনঃরায় বুকের উপর চাপ দিয়ে ধরতে হবে। এতে ফুসফুস হতে বাতাস বের হয়ে আসবে। যতক্ষণ পর্যমত্ম স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস চালু না হবে ততক্ষণ পর্যমত্মত্ম প্রতি মিনিটে ১০ থেকে ১২ বার এ প্রক্রিয়া চালাতে হবে।

 

চিত্র ২.২: বৈদ্যুতিক আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা।

উপরোলেস্নখিত দু’টি পদ্ধতি ছাড়াও মুখে কৃত্রিম শ্বাস নেওয়ানো যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে প্রথমে আহত ব্যক্তির মুখ এবং গলা ভালভাবে পরিস্কার করে নিতে হবে। অতঃপর সেবা প্রদানকারীর মুখ ভালভাবে পরিস্কার করে নিতে হবে। সেবা প্রদানকারীর বাম হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুল আহত ব্যক্তির দাঁতের ভিতরে ঢুকিয়ে রাখতে হবে। আহত ব্যক্তির মাথা পিছন দিকে বাঁকা অবস্থায় রেখে চোয়ালকে উঁচু অবস্থানে নিযে আহত ব্যক্তির নাক দু’টিকে ডান হাত দিয়ে চেপে ধরতে হবে। যা চিত্র ২.৩-তে দেখানো হয়েছে।



চিত্র ২.৩: বিদ্যুতাঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিকে মুখমন্ডল একদিকে ঘুরিয়ে উপুড় করে শোয়ানো অবস্থা।

এবার সেবা প্রদানকারীর দীর্ঘশ্বাস নিতে হবে ও আহত ব্যক্তির মুখ বরাবর নিজের মুখ স্থাপন করে জোরে বাতাস পাম্প করতে হবে। এতে আহত ব্যক্তির বুক প্রসারিত হবে। অতঃপর কয়েক সেকেন্ড পর সেবা প্রদানকারী আবার আহত ব্যক্তির মুখ বরাবর নিজের মুখ স্থাপন করে মুখ তুলে বাতাস বাহির করে আনতে হবে। এভাবে কয়েক সেকেন্ড পরপর পদ্ধতিটি বার বার করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। এই প্রক্রিয়ায প্রাথমিক চিকিৎসা চালাতে গেলে সেবা প্রদানকারীর ও রোগী উভয়েরই কোন প্রকার দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি থাকা যাবে না।

**প্রশ্নমালা-২**

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কলকারখানার ভিতরে অথবা কলকারখানার বাইরেও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে; এরূপ দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তিকে

প্রাথমিক যে সেবা দে’য়া হয় তাকে কি বলে?

২. কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া কি ধরনের চিকিৎসা?

৩. প্রাথমিক চিকিৎসা ডাক্তারের কাজকে কি করে?

৪. মুখে কৃত্রিম শ্বাস নেওয়ানোর ক্ষেত্রে রোগী ও চিকিৎসাকারীর মুখ এবং গলা কি করে নিতে হবে?

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন**

১. প্রাথমিক চিকিৎসা বলতে কি বোঝায়?

২. প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কি কি সরঞ্জামাদি লাগে?

৩. বৈদ্যুতিক দুর্ঘানায় আহত ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসার গুরম্নত্ব লিখ।

**রচনামুলক প্রশ্ন**

১. প্রাথমিক চিকিৎসা বলতে কি বোঝায়? প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা লিখ।

২. বৈদ্যুতিক শক প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণনা কর।